amber IT
News Letter
June 2026 ● Vol 01 ● Issue 06 P-1

ভিওআইপি এআই এজেন্ট কী
একসঙ্গে হাজারও কল সামলায় ভিওআইপি এআই এজেন্ট। কীভাবে?

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

মোবাইলে চার্জ দ্রুত ফুরায়?
মোবাইল ফোনের ব্যাটারি বাঁচাতে জানতে হবে এই ৬ কৌশল।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

নতুন ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার আগে
নতুন ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভালোভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

ফখরুল আলম   বরকতুল আলম বিপ্লব

বিডিনগের নতুন নির্বাহী কমিটি

বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপ (বিডিনগ)-এর ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের নতুন নির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ফখরুল আলম পাপ্পু এবং মহাসচিব হিসেবে আছেন বরকতুল আলম বিপ্লব।

নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী ও ইন্টারনেট পরিচালকদের এই সংগঠনের নীতিনির্ধারণী ও দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠন করা হয়েছে একটি শক্তিশালী নির্বাহী কমিটি। নতুন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ পেশাজীবীরা দায়িত্ব পেয়েছেন।

কমিটির প্রধান সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন- প্রোগ্রাম কমিটির (পিসি) চেয়ার হিসেবে সুমন কুমার সাহা এবং এফসি (ফেলোশিপ কমিটি) চেয়ার হিসেবে শায়লা শারমিন। এছাড়া সদস্য হিসেবে আছেন সাইমন সোহেল বাড়ৈ, মো. আব্দুল আউয়াল, মাহবুব হাসান পাভেল, দেবাশিষ দাস, মো. সেলিম রেজা এবং মো. আরিফুল ইসলাম।

প্রসঙ্গত, বিডিনগ মূলত দেশের টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক এবং বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মরত নেটওয়ার্ক পেশাজীবীদের একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। দেশের ইন্টারনেট অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সংগঠনটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে।

২১তম বিডিনগ সম্মেলনে নতুন বার্তা

বাংলাদেশের ইন্টারনেট অবকাঠামো ও ডেটা নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান স্টারলিংককে 'নন-ফিল্টারড ডেটা' সুবিধা দেওয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশের ডেটা ট্রানজিট ব্যবস্থায় নতুন দিকচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

গত ৯মে রাজধানীর হোটেল লা মেরিডিয়ানে আয়োজিত বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের (বিডিনগ) ২১তম সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিটিআরসি চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এমদাদ উল বারী এসব তথ্য তুলে ধরেন। তার বক্তব্যে ভবিষ্যৎ ইন্টারনেট অবকাঠামো, লাইসেন্স নীতি এবং নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য পরিবর্তনের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর নতুন বাস্তবতায় নেটওয়ার্ক অবকাঠামো এখন শুধু সংযোগের বিষয় নয়; এটি একটি স্বতন্ত্র ডিজিটাল ইকোসিস্টেম তৈরি করছে। তবে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাতে নীতিমালায় পরিবর্তন প্রয়োজন হলেও সব ধরনের লাইসেন্স বাধা একযোগে তুলে দেওয়া এখনই সম্ভব নয়।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়ে দ্রুত একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের কথাও জানান তিনি। সংশ্লিষ্টদের মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ইন্টারনেট সেবা খাতে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে।

সম্মেলনে সরকারি ওয়েবসাইট ও ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থায় আইপিভি-৬ বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরে বিটিআরসি। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দেশে ইন্টারনেট অবকাঠামোকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিডিনগের সাধারণ সম্পাদক বরকতুল আলম বিপ্লব। তিনি আয়োজন সফল করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিটিআরসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শফিউল আলম পারভেজসহ খাতসংশ্লিষ্ট আরও অনেকে।

আইএসপিএবি সভাপতি আমিনুল হাকিম নেপালে অনুষ্ঠিতব্য স্যানগ (সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অপারেটর্স গ্রুপ)-এর ৪৪তম সম্মেলনে অংশ নিতে আগামী ১৫ মে'র মধ্যে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে আইএসপিএবি মহাসচিব নাজমুল করিম ভূঞা বলেন, অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ উপযোগী দক্ষ প্রকৌশলী গড়ে তুলতে সহায়ক একটি সুস্পষ্ট নীতিমালার প্রত্যাশা ছিল খাতসংশ্লিষ্টদের। ভবিষ্যতে সেই দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এর আগে ৬ থেকে ৮ মে পর্যন্ত বিডিনগের ২১তম আয়োজন উপলক্ষে বিভিন্ন কারিগরি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আইপিভি-৬ ও রাউটিং, আইএক্সপি ডেভেলপমেন্ট এবং অ্যাডভান্স বিজিপি উইথ মিক্রোটিক বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে বিডিনগের সাধারণ সম্পাদক বরকতুল আলম বিপ্লব বলেন, দেশে আইপিভি-৬ সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় ট্রাফিক এক্সচেঞ্জ (আইএক্সপি) ব্যবস্থার উন্নয়ন ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি ও ব্যয় কমাতে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

amber IT
News Letter
June 2026 ● Vol 01 ● Issue 06

একসঙ্গে হাজারও কল সামলায় ভিওআইপি এআই এজেন্ট

ডিজিটাল প্রযুক্তির এই যুগে ব্যবসায়িক যোগাযোগ ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন আসছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন কল সেন্টার ও গ্রাহকসেবাতেও যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আর এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভিওআইপি এআই এজেন্ট। প্রযুক্তিনির্ভর এই ডিজিটাল সহকারী এখন শুধু কল রিসিভই করছে না, বরং মানুষের মতো কথা বলে গ্রাহকের সমস্যার সমাধানও দিচ্ছে।

ভিওআইপি এআই এজেন্ট কী:

ভিওআইপি (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল) হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করার একটি আধুনিক পদ্ধতি। দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কল সেন্টারগুলো খরচ কমানো এবং দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে।

এখন সেই ভিওআইপি প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ফলে তৈরি হয়েছে ভিওআইপি এআই এজেন্ট।

একটি স্মার্ট ডিজিটাল সিস্টেম, যা মানুষের মতো গ্রাহকের কথা বুঝতে পারে, উত্তর দিতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্যার সমাধানও দিতে সক্ষম।

যেভাবে কাজ করে ভিওআইপি এআই এজেন্ট:

কোনও গ্রাহক কল করার পর প্রথমে স্বয়ংক্রিয় স্পিচ রিকগনিশন প্রযুক্তি গ্রাহকের কণ্ঠকে লিখিত টেক্সটে রূপান্তর করে। এরপর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহক কী বলতে চাচ্ছেন এবং তার সমস্যার ধরন বোঝার চেষ্টা করা হয়।

এরপর প্রতিষ্ঠানটির ডাটাবেজ ও সিআরএমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করে এআই সিস্টেম। সবশেষে টেক্সট-টু-স্পিচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই সমাধানটি আবার মানুষের মতো স্বাভাবিক কণ্ঠে গ্রাহককে শোনানো হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

কেন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই প্রযুক্তি:

ভিওআইপি এআই এজেন্টের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি একই সময়ে অসংখ্য কল পরিচালনা করতে পারে। ফলে গ্রাহকদের দীর্ঘ সময় লাইনে অপেক্ষা করতে হয় না। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের প্রয়োজনও কমে যায়।

কমছে খরচ, বাড়ছে দক্ষতা:

প্রচলিত কল সেন্টারে একাধিক এজেন্ট নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় বড় অঙ্কের খরচ হয়। কিন্তু ভিওআইপি এআই এজেন্ট ব্যবহারের ফলে সেই খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কলের ক্ষেত্রেও ভিওআইপি প্রযুক্তি তুলনামূলক সাশ্রয়ী। প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও বিটিআরসির অনুমোদন থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলো কম খরচে আন্তর্জাতিক গ্রাহকসেবাও পরিচালনা করতে পারে।

বাংলাদেশেও বাড়ছে ব্যবহার:

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি বাংলাদেশেও এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গ্রাহকসেবা চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে। ব্যাংক, ই-কমার্স, টেলিকম ও বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে ধীরে ধীরে ভিওআইপি এআই এজেন্ট ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও দেশের প্রযুক্তি খাতে এটি একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কর্মসংস্থানে কি প্রভাব পড়বে?

অনেকের ধারণা, এআই প্রযুক্তি বাড়লে মানুষের চাকরির সুযোগ কমে যাবে। তবে বাস্তবতা ভিন্ন। হয়তো প্রচলিত কল সেন্টার এজেন্টের চাহিদা কিছুটা কমতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে নতুন কর্মক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে।

এই এআই সিস্টেম তৈরি, পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজন হবে দক্ষ জনবল। বিশেষ করে মেশিন লার্নিং, ডাটা অ্যানালাইসিস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে দক্ষ মানুষের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

• **সাদিয়া সিদ্দিকা বিনতে রশীদ**

amber IT News Letter
June 2026 ● Vol 01 ● Issue 06

ধানমন্ডিতে চালু হলো ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ইন্টারনেট সংযোগ

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় এখন আর মাথার ওপর জট পাকানো ইন্টারনেটের তার দেখা যাবে না। অলিগলিতে ঝুলে থাকা বিশৃঙ্খল তারের পরিবর্তে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে 'আন্ডারগ্রাউন্ড কমন একসেস নেটওয়ার্ক'। এখন থেকে একটি ভূগর্ভস্থ ফাইবারের মাধ্যমেই সব অপারেটর গ্রাহক পর্যায়ে উচ্চগতির ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেবে। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) উদ্যোগে এই সমন্বিত নেটওয়ার্কের উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম প্রধান অতিথি হিসেবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. এমদাদ উল বারী। আইএসপিএবির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল করিম ভূঞাঁ। সভাপতিত্ব করেন আইএসপিএবির জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম সিদ্দিক।

আয়োজকরা জানান, এই উদ্যোগের ফলে ধানমন্ডি এলাকায় ইন্টারনেটের গতি ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে। একই সঙ্গে সড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে এবং বারবার রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবেন এলাকাবাসী।

প্রসঙ্গত, আন্ডারগ্রাউন্ড কম একসেস নেটওয়ার্ক হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে ইন্টারনেট, ফোন ও ক্যাবল টিভির তার খুঁটিতে ঝুলিয়ে না রেখে মাটির নিচ দিয়ে নেওয়া হয়। এজন্য রাস্তার নিচে বিশেষ পাইপ বা ডাক্ট বসানো হয়, আর সেই পথ দিয়েই সব ফাইবার ও যোগাযোগের ক্যাবল (তার) যায়।

মোবাইলে চার্জ ফুরায় দ্রুত? ব্যাটারি বাঁচাতে ৬ কৌশল

বর্তমান সময়ের স্মার্টফোন আগের তুলনায় অনেক বেশি পাতলা, বড় পর্দার এবং নানা শক্তিশালী অ্যাপসমৃদ্ধ। তবে এই বাড়তি সুবিধার চাপ পড়ে সরাসরি ব্যাটারির ওপর। নির্মাতারা সারাদিন ব্যাটারি চলার দাবি করলেও, ডিফল্ট সেটিংস ব্যবহার করলে অনেক সময় দ্রুত চার্জ ফুরিয়ে যায়। কিছু সহজ পরিবর্তন আনলেই ব্যাটারির স্থায়িত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব।

সম্প্রতি এক পরীক্ষায় গুগল পিক্সেল ৬এ (অ্যান্ড্রয়েড ১৫) ও স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৪ (অ্যান্ড্রয়েড ১৪) ব্যবহার করে কয়েকটি কার্যকর উপায়

তুলে ধরা হয়েছে।

১. বিদ্যুৎ সাশ্রয় মোড চালু করুন

অ্যান্ড্রয়েড ফোনে বিদ্যুৎ সাশ্রয় মোড চালু করলে ব্যাটারির খরচ কমে যায়। এতে ব্যাকগ্রাউন্ডে চলা অ্যাপ, লোকেশান সেবা ও পর্দার রিফ্রেশ হার সীমিত হয়ে যায়। ফলে চার্জ দীর্ঘ সময় থাকে।

২. পর্দার উজ্জ্বলতা কমান:

স্মার্টফোনের সবচেয়ে বেশি চার্জ খরচ হয় পর্দায়। অপ্রয়োজনীয় বেশি উজ্জ্বলতা কমিয়ে দিন। স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বলতা সুবিধা বন্ধ রাখলে অনেক ক্ষেত্রে চার্জ সাশ্রয় হয়।

৩. লকস্ক্রিনের সুবিধা নিয়ন্ত্রণ করুন:

সবসময় পর্দা চালু রাখার সুবিধা ব্যবহার করতে সুবিধাজনক হলেও এটি ব্যাটারির ওপর চাপ বাড়ায়। প্রয়োজন না হলে এটি বন্ধ রাখা বা সীমিতভাবে ব্যবহার করা ভালো।

৪. পর্দা বন্ধ হওয়ার সময় কমান:

পর্দা যত বেশি সময় চালু থাকবে, ব্যাটারি তত দ্রুত শেষ হবে। তাই পর্দা বন্ধ হওয়ার সময় কমিয়ে ১৫ থেকে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে নির্ধারণ করলে চার্জ সাশ্রয় হয়।

৫. ব্যাকগ্রাউন্ডে চলা অ্যাপ নিয়ন্ত্রণ করুন:

অনেক অ্যাপ ব্যবহার না করলেও নীরবে চলতে থাকে এবং ব্যাটারি খরচ করে। অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলো স্লিপ মোডে রাখলে চার্জের অপচয় কমে।

৬. বেশি চার্জ খরচ করা অ্যাপ শনাক্ত করুন:

কিছু অ্যাপ অস্বাভাবিকভাবে বেশি ব্যাটারি ব্যবহার করে। এমন অ্যাপগুলো চিহ্নিত করে কম ব্যবহার করা বা প্রয়োজনে বন্ধ রাখা উচিত।

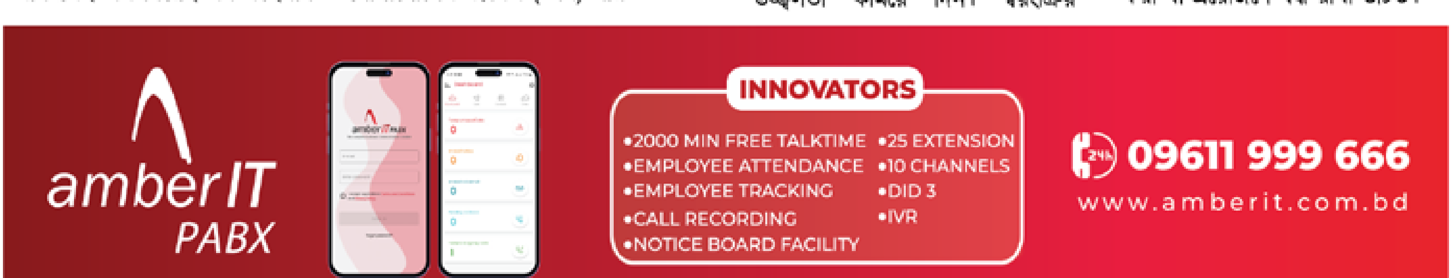

নতুন ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার আগে যেসব বিষয় যাচাই করা জরুরি

বর্তমান ডিজিটাল যুগে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ শুধু বিলাসিতা নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। অনলাইন মিটিং, ফ্রিল্যান্সিং, দূরশিক্ষা, ভিডিও স্ট্রিমিং কিংবা সামাজিক যোগাযোগ- সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন দ্রুতগতির ও স্থিতিশীল ইন্টারনেট। তবে নতুন সংযোগ নেওয়ার পর অনেক ব্যবহারকারী ধীরগতির স্পিড, বারবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, দুর্বল কাস্টমার সাপোর্ট কিংবা লুকানো চার্জের মতো সমস্যার মুখোমুখি হন। তাই নতুন ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়ার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভালোভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।

প্রকৃত স্পিড ও নেটওয়ার্ক স্থিতিশীলতা:
ইন্টারনেট সেবাদাতারা প্রায়ই উচ্চগতির প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তব ব্যবহারে সেই স্পিড পাওয়া যায় না। ফলে ভিডিও কল, অনলাইন গেমিং বা বড় ফাইল আপলোডের সময় ভোগান্তি তৈরি হয়। তাই সংযোগ নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা ও নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া জরুরি।

কাভারেজ ও গ্রাহকসেবার মান:
একটি ভালো ইন্টারনেট সেবার অন্যতম শর্ত হলো নিরবচ্ছিন্ন কাভারেজ ও দ্রুত সমস্যা সমাধান। অনেক সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে দ্রুত সহায়তা না পেলে কাজের বড় ক্ষতি হতে পারে। তাই সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের কাস্টমার সাপোর্ট, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সেবার মান সম্পর্কে আগেই যাচাই করা উচিত।

প্যাকেজ ও অতিরিক্ত চার্জ সম্পর্কে স্বচ্ছতা:
ইন্টারনেট প্যাকেজ নেওয়ার সময় মাসিক বিল ছাড়াও ইনস্টলেশন ফি, রাউটার চার্জ বা অন্যান্য অতিরিক্ত খরচ আছে কি না, তা পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি চুক্তির শর্তাবলী ও সার্ভিস নীতিমালাও ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত।

দেশজুড়ে নির্ভরযোগ্য সেবা দিচ্ছে আম্বার আইটি:
এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় ইন্টারনেট সেবা প্রদান করছে আম্বার আইটি। প্রতিষ্ঠানটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, দক্ষ প্রযুক্তিগত টিম এবং গ্রাহককেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করার দাবি করেছে।

শহর কিংবা গ্রাম- যেখানেই থাকুন না কেন, সঠিক ইন্টারনেট সংযোগ নির্বাচন আপনার ডিজিটাল জীবনকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করে তুলতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবার মান যাচাই করে নির্ভরযোগ্য একটি সংযোগ বেছে নেওয়ার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের।

আরও জানতে কল করুন: ০৯৬১১ ৯৩৩৯৩৩।
অনলাইনে সংযোগের জন্য রেজিস্ট্রেশন: আম্বার আইটি রেজিস্ট্রেশন পেজ:
(www.registration.amberit.com.bd)

• মোঃ রাসেল শেখ

আম্বার আইটির নতুন পপ

আম্বার আইটি লিমিটেড প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে নতুন পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (পপ) স্থাপন করছে। গ্রাহকদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে এই অবকাঠামো সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মে মাসে দেশের একাধিক জায়গায় নতুন পপ চালু করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকেরা উন্নত মানের ব্রডব্যান্ড সংযোগ ও স্থিতিশীল নেটওয়ার্ক সুবিধা পাচ্ছেন। বিশেষ করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেবার মানোন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে নতুন পপ স্থাপন করা হবে। প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রাহকসেবার মান উন্নত করাই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

মে-২০২৬

উপজেলা মডেল:
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। লাখাই, হবিগঞ্জ। নান্দাইল, ময়মনসিংহ। রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

ইউনিয়ন মডেল:
কুণ্ডলিয়া, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা। লুকরা, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ। দুর্গানগর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।